সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

বুধবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড ও বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে একযোগে সম্প্রচার করা হবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এরপর ৬ আগস্ট বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধান ও ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরপর গত ৯ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন ড. ইউনূস।

শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণে ড. ইউনূস বলেন, ‘প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও তার সদস্যরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে উপভোগ করবেন। দেশকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যাবেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী সরকার দূর হয়ে গেছে। কাল সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের, সুবিচারের, মানবাধিকারের, নির্ভয়ে মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দল-মত নির্বিশেষ সবাই উপভোগ করবে- এটাই আমাদের লক্ষ্য।’

সূত্র: কালবেলা

‘আসুন দেশকে বাঁচাতে একযোগে কাজ করি’

জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেছেন, আসুন দেশকে বাঁচাতে একযোগে কাজ করি। পারস্পরিক হিংসা- বিদ্বেষ ভুলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি।

সোমবার (৫ আগস্ট) রাত ১১টা ২২ মিনিটে দেশের সকল গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ভাষণে তিনি বলেন, দেশে চলমান অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও লুটতরাজ বন্ধে উদ্যোগ নিতে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিও আহ্বান জানাচ্ছি। জনগণের জানমাল রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকেও নির্দেশ দিচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে অতিদ্রুত জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে উদ্যোগ নেওয়া হবে। সংবিধান অনুযায়ী অনতিবিলম্বে সংসদ ভেঙে দেওয়া হবে।এছাড়া ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আটক হওয়া ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হবে। যেসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, এতে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে এবং বিচার করা হবে এবং। দেশের এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সকল কলকারখানা খুলে দেওয়ার ব্যাপারে প্রশাসন সহ সকলকে আহ্বান জানাই। অফিস-আদালতও চলবে। এছাড়া ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ইত্তেফাক